সংবাদ

তারিখ ... 12 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ১২ ... কলাম ২ ...

‘প্রাণবন্ত শিক্ষার্থী, সবুজ বিদ্যালয়’

উলিপুরে দুপুরের খাবার পাবে ২৬২ প্রাথমিক বিদ্যালয়

হুমায়ুন কবির সূর্য, কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলায় ২৬২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনন্দে-উৎসবে পালিত হল মিড-ডে মিলের। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ‘প্রাণবন্ত শিক্ষার্থী, সবুজ বিদ্যালয়।’ গত বৃহস্পতিবার দুপুরে উলিপুরের কাগজীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেখা গেল শিক্ষার্থীদের উপচেপড়া ভিড়। সকাল থেকে শিক্ষার্থীরা চাল, ডিম আর ১০ টাকাসহ স্কুল চলে এসেছে। চলছে খিচুড়ি রান্নার ধুম। স্কুলের দেয়াল ঘেষে অভিভাবকরা উৎসুক চোখে সবকিছু খেয়াল করছে। ওই স্কুলের চাকরিরপাড় গ্রামের ফজিলা (৫৮) জানান, সবাই আহলাদ করে খাচ্ছে, দেখে শান্তি পাচ্ছি। একই কথা জানালেন কাগজীপাড়া গ্রামের সুধা রানী (৫২)। বললেন, আমার নাতি অপূর্ব, নাতনি অপর্ণা ও পূর্ণা ওখানে আছে। ওরা সবাই খুব মজা পাচ্ছে। আমাদেরও ভাল লাগছে। ওই স্কুলের ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থী মাসুদা, রিয়াদ ও আদিব জানায়, সবাই মিলে স্কুলে এক সঙ্গে খাচ্ছি এতে খুব আনন্দ পাচ্ছি। তবে খারাপ লাগছে এটা আমাদের শেষ খাওয়া। কারণ পরবর্তী মিল ডিসেম্বরে হবে। ততদিনে আমাদের স্কুল ছেড়ে চলে যেতে হবে। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মনজুমা ইয়াসমিন জানান, মিড ডে মিলের কারণে আজ স্কুলে ২৬১ জন শিশু উপস্থিত হয়েছে। এছাড়াও ১০জন শিক্ষক ছাড়াও অভিভাবক মিলে আরো ৩৫ জন এই গণমিড-ডেতে অংশগ্রহণ করে। এর আগে উলিপুরের যমুনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল কর্মসূচির উদ্বোধন করেন উলিপুর উপজেলা চেয়ারম্যান হায়দার আলী। এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার একেএম তৈফিকুর রহমান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. কামরুজ্জামান, কৃষি অফিসার অশোক কুমার রায়, সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আবু ছালেহ সরকার, জাহেদুল ইসলাম ফারুক প্রমুখ। পরে সবুজ বিদ্যালয় গড়তে বিদ্যালয় চত্বরে গাছের চারা রোপণ করা হয়। উলিপুর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার একেএম তৈফিকুর রহমান জানান, শিক্ষার্থীদের ঝড়ে পড়া রোধে উলিপুর উপজেলার ২৬২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫০ হাজার ২৬০ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে মিড-ডে-মিল কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এতে করে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি বিদ্যালয়কে ছায়া শীতল রাখতে উপজেলার সব বিদ্যালয় চত্বরে গাছের চারা লাগানো হয়েছে।